দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 26 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

আহমেদ হুমায়ূন

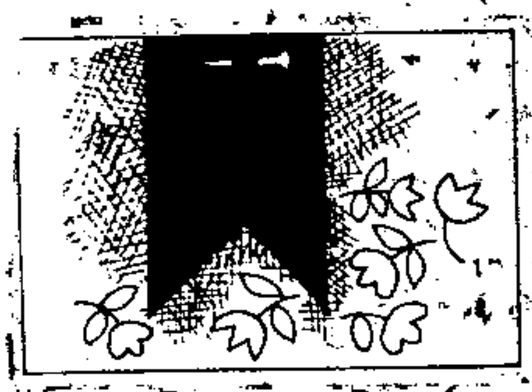

মৃত্যুমাত্রই শোক, বিষাদ ও স্মৃতিভারাক্রান্ত এক অমোঘ স্তব্ধতা। তার বিস্তৃতি ও গভীরতা ক্ষেত্রবিশেষে কম বা বেশি। সাহিত্যিক-সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ূনের মৃত্যুর আঘাত ও ব্যাপ্তি শুধু তাঁর পেশাগত ক্ষেত্রেই নয়, সমাজকে হয়ত আমাদের জানার বাইরেও অনেক দূর পর্যন্ত আলোড়িত করবে। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের সার্থকতার পরিমাপ হয় সেভাবেই। মৃত্যু সেই সার্থকতা ও সমস্ত সম্ভাবনার সামনে চিরতরে কালো যবনিকা টেনে দেয়। অজানাই থেকে যায় তার বিকাশমান শক্তি। এ সমাজের একজন বিশিষ্ট সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব আহমেদ হুমায়ূন মাত্র তাঁর ৬৩ বছরের জীবনে শ্রম, মেধা ও দক্ষতা দিয়ে আমাদের সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের ভুবনকে যেমনভাবে সমৃদ্ধ করে গেলেন, তা অবশ্যই যথাযথ মূল্যায়নের দাবি রাখে। সীমিত হলেও তার মধ্য দিয়েই তাঁর অবদান এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সমাজে সৃষ্ট অভাব ও শূন্যতা এবং ক্ষতি অনুভূত হবে। তাঁর স্মৃতিকেও সঞ্জিবীত রাখা হবে তার মধ্য দিয়ে।

সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি একটানা প্রায় চার দশক। তার আগে করেছেন পাটকলে চাকরি, কলেজে অধ্যাপনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা। সাংবাদিকতা বিষয়ে বিলেতে টমসন ফাউন্ডেশনে একাডেমিক প্রশিক্ষণও নিয়েছেন। ছাত্রজীবনে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিণত ছাত্রজীবনে তখনকার স্বৈরশাসন-কবলিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আত্মনিবেদিত ছিলেন তিনি প্রাগ্রসর রাজনীতিতে, গোপন কমিউনিস্ট আন্দোলনে। পদার্থ বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রীধারী একজন ছাত্র সময়ের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলেন না।

সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ অনুযায়ী অনায়াসলভ্য প্রতিষ্ঠার পথে গেলেন না। বেছে নিলেন প্রতিবাদী, ঝুঁকিপূর্ণ জীবন। ষাট দশকের নিদারুণ অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা কণ্টকিত সাংবাদিকতা পেশাকেই স্থায়ীভাবে আঁকড়ে ধরে তৎকালীন সাপ্তাহিক ঢাকা টাইমস, তারপর দৈনিক ইত্তেফাক, তারপর পাকিস্তান প্রেস ট্রাস্টের দৈনিক পাকিস্তান, তথা স্বাধীনতা পরবর্তীকালের দৈনিক বাংলায় সম্পাদকীয় বিভাগের কাজে নিমগ্ন থাকলেন। পাশাপাশি সাহিত্যচর্চায়ও রাখতে থাকলেন মেধার স্বাক্ষর। তাঁর 'আলেফ মিয়ার পৃথিবী', 'বিপরীত স্রোতে রবীন্দ্রনাথ', 'সিঙ্গেল কলাম ডবল কলাম' প্রভৃতি প্রকাশিত গ্রন্থ আমাদের সাহিত্য-সাংবাদিকতার ভাণ্ডারকে, বিশেষ করে, গদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে। দৈনিক বাংলায় তাঁর নিয়মিত উপসম্পাদকীয় কলাম 'নগরদর্পণ' ও অন্যান্য পত্রিকায় সাংবাদিকতা ও সাহিত্যবিষয়ক লেখালেখি ছিল মননশীলতার দীপ্তিমণ্ডিত। মাঝে একবার মাত্র দিন কয়েকের জন্য তিনি চলে গিয়েছিলেন অধুনালুপ্ত দৈনিক গণবাংলায়, 'নিউজ অর্গানাইজার' হয়ে। দৈনিক বাংলায় চাকুরিরত থাকাকালেই একপর্যায়ে সরকারী সিদ্ধান্তক্রমে তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক পদেও স্থানান্তরিত হন ও পরে তাঁকে দৈনিক বাংলার সম্পাদক পদেই পুনর্নিয়োগ করা হয়। মোটের ওপর তাঁর কর্মজীবনের সিংহভাগ সময়ই কাটে দৈনিক বাংলায়। স্বীয় কর্মগুণেই তিনি দৈনিক বাংলার শীর্ষপদ তথা সম্পাদক পদে উন্নীত হয়ে '৯৭ সালে পদচ্যুত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং পত্রিকাটির সকল অবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এদেশের সৃজনশীল সাংবাদিকতা ও রাজনীতির ইতিহাসে দৈনিক পাকিস্তান তথা দৈনিক বাংলার রয়েছে অবিস্মরণীয় এক গুরুত্বপূর্ণ ও পথিকৃতের ভূমিকা।

দৈনিক বাংলায় থাকাকালেই আহমেদ হুমায়ূন নিজ সংগঠনী শক্তিবলেই সাংবাদিক সমাজের পেশাগত লড়াইয়েও নেতৃত্বদানে অগ্রসর হন ও দু'দুবার বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি সামরিক শাসনামলে মরহুম আতাউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ প্রেস কমিশনের সদস্যও মনোনীত হন। সমাজে সাংবাদিকতা পেশা ও শিল্পের প্রকৃত ভূমিকা ও স্ট্যাটাস এবং আর্থিক মর্যাদা ও সম্ভাবনার মূল্যায়নে পাকিস্তান প্রেস কমিশনের রিপোর্টের মতো এই কমিশনের রিপোর্টও ছিল অপরিহার্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে-রিপোর্ট আজ পর্যন্ত সূর্যের আলোর মুখ দেখেনি।

আহমেদ হুমায়ূনের পেশাগত জীবনই সাক্ষ্য দেয়, নিজ পেশা ও পেশাজীবীদের এবং সমাজের প্রতি কমিটমেন্ট রক্ষায় ও বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। সাংবাদিকতায় তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন। স্বেচ্ছায় সাংবাদিকতার মতো ঝঞ্ঝাসঙ্কুল অনিশ্চিত পেশায় এসেও নিজ গুণেই সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠালাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছিলেন তিনি। নিজস্ব জ্ঞানবুদ্ধি-বিবেচনাই তাঁকে রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বতন্ত্র ধারায় পরিচালিত করে। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, পদচ্যুত হওয়ার পর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দৈনিক বাংলায় তাঁর প্রাপ্য অপরিশোধিত রয়ে গেছে। তাঁর মতো একজন প্রথিতযশা সাংবাদিকের সার্বিক অবদান বিবেচনা করে তাঁর ন্যায্য আর্থিক প্রাপ্যের সম্মানজনক নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। আমরা মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহমর্মিতা জানাই।